ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR. 27 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ভাইরাসের আক্রমণে দেশে ভয়াবহ কম্পিউটার বিপর্যয়

৪০

নঈম তারিক : সিআইএইচ বা চেরনোবিল নামে একটি ভাইরাসের আক্রমণে দেশের বিভিন্ন স্থানে কম্পিউটারে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গেছে। ভাইরাসের আক্রমণে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, কয়েকটি সেলুলার ফোন কোম্পানি এবং ব্যাংকসহ দেশের প্রায় অর্ধশত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও হাজার হাজার ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীর পার্সোনাল কম্পিউটার (পিসি) গতকাল অচল হয়ে যায়। বাংলাদেশে কম্পিউটার সংক্রান্ত এ ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনা এটিই প্রথম। সারা বিশ্বে একযোগে এ ভাইরাসটি আক্রমণ চালালেও বাংলাদেশের মতো এতো বড়ো বিপর্যয়ের খবর অন্য কোথাও থেকে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত বিআইএসএল ও ভোরের কাগজের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'ভোরের কাগজ কম্পিউটার কর্নার'-এ গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল এ বিষয়ে হুশিয়ারিমূলক বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়। দেশে চেরনোবিল ভাইরাস নিয়ে এ ধরনের প্রতিবেদন একমাত্র ভোরের কাগজেই প্রকাশিত হয়।

যেসব কম্পিউটারে উইনডোজ ৯৫ ও ৯৮ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হতো সেগুলোই চেরনোবিল ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হয়। এতে হাজার হাজার কম্পিউটার বিকল হওয়ার পাশাপাশি বিপুল পরিমান অতি প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। ভাইরাসের আক্রমণে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বেশকিছু ট্রেনিং সেন্টারের কম্পিউটার অচল হয়ে যাওয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। কম্পিউটারের উপর থেকে শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের পর দেশে কম্পিউটার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ব্যাপক হবে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

গত রোববার মধ্যরাতে কম্পিউটারের ক্যালেন্ডারে ২৬ এপ্রিল আসার সাথে সাথে এ বিপর্যয়ের শুরু হয়। কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ফাইলে লুকিয়ে থাকা চেরনোবিল ভাইরাসটি এ সময় সক্রিয় হয়ে উঠে। গতকাল সকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক ব্যবহারকারী তাদের কম্পিউটার অন করার সাথে সাথে সেগুলো অচল হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের অসংখ্য পিসি ছাড়াও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, রেলওয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেসরকারি সংস্থা প্রশিকা, গ্রীডলেজ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, চট্টগ্রাম ইপিজেডে কোরিয়ার ইয়াং ওয়ানস, প্রগতি ইন্স্যুরেন্স, ইউনাইটেড, লিজিং, সেবা টেলিকম, গ্রামীন ফোন, সিটি সেল, মোনা সিকিউরিটিজ, প্রিমিয়াম সিকিউরিটিজ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড ভিশন, বেক্সিমকো, এসিআই, উত্তরা মোটরস, আনলিমা ইয়ার্ন ডায়িং, র‍্যাংগস, বে লিজিং, বাংলাদেশ রুরাল টেলিকম অথরিটি (বিআরটিএ), লিওপার্ড কম্পিউটিং ২০০০ প্লাস, ফ্লোরা সিস্টেম, ডেফোডিল কম্পিউটারস-এর ট্রেনিং বিভাগ, ডলফিন, কাশেম

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫ ● সিআইএইচ ভাইরাসে আক্রান্তরা এখন কী করবেন পৃষ্ঠা ১০

ভাইরাসের আক্রমণে দেশে

⊖ প্রথম পাতার পর

গ্রুপসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট হাউসের বিপুল সংখ্যক কম্পিউটার অচল হয়ে গেছে। আতংকগ্রস্থ ব্যবহারকারীরা ঢাকার বিভিন্ন কম্পিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিস সেন্টারগুলোর সামনে ভীড় করে। পত্রিকাগুলোতে উৎকণ্ঠিত ব্যবহারকারীরা ফোনের পর ফোনে ভাইরাস আক্রমনের প্রতিকার জানতে চায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশে কম্পিউটার বিক্রেতাদের সমিতি বিসিএস করণীয় নির্ধারণ করতে গতকাল জরুরী বৈঠক করেছে।

সিআইএইচ বা উইন৯৫.সিআইএইচ ভাইরাসটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরেনোবিলে পারমাণবিক দুর্ঘটনার বার্ষিকী অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল তারিখে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি বলে এটিকে চেরেনোবিল ভাইরাস বলেও অভিহিত করা হয়। এটি হার্ড ডিস্কের পার্টিশন নষ্ট করে ফেলে এবং বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেমকে (বায়োস) আক্রান্ত করে, ফাইলের এক্সটেনশন পাল্টে ফেলে এবং বুটিং সেক্টর নষ্ট করে দেয়। এটি গতবছর জুনের শুরুতে তাইওয়ানে প্রথম পাওয়া যায়। ভাইরাসটির নির্মাতা একে স্থানীয় একটি ইন্টারনেট কনফারেন্সে পাঠায়। তারপর তা অনলাইনে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

আপডেটেড এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ছাড়া ভাইরাসটিকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। চেরনোবিলের তিনটি ভার্সন রয়েছে। গতকালের আক্রমণটি ঘটায় ১.২ ভার্সন। এন্টি ভাইরাস এনসাইক্লোপেডিয়ার মতে, ১.৩ ভার্সনটির কোনো আক্রমণের কথা ইতিপূর্বে কোনো পরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। আর চেরনোবিলের ১.৪ ভার্সনটি যে কোনো মাসের ২৬ তারিখে আক্রমণ করতে পারে বলে কিছু পরীক্ষা থেকে জানা গেছে।

ব্যাপকভাবে পাইরেটেড সফটওয়্যারের ব্যবহার, ভাইরাস সম্পর্কে অসচেতনতা এবং আপগ্রেডেড এন্টিভাইরাস টুল ব্যবহার না করার কারণে বাংলাদেশের বিপর্যয়ের মাত্রা ভয়াবহ বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত ভাইরাসটি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে একযোগে আক্রমণ করলেও অন্যান্য দেশে ক্ষতির পরিমাণ এতোটা ভয়াবহ হয়নি।

সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী গতরাতে ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, 'কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের সবারই ভাইরাস গার্ড থাকা দরকার। আমার কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড আছে বলে কোনো ক্ষতি হয়নি।' তিনি বলেন, এ ঘটনা থেকে পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করা যে কখনো কখনো বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে তা প্রমাণিত হলো।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বিসিএস আগেই এ ব্যাপারে ক্রেতাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। ভোরের কাগজের কম্পিউটার কর্নারেও এ ব্যাপারে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্বেও এ ভাইরাস এভাবে কম্পিউটারগুলোকে আক্রমণ করবে তা অনেকেই বুঝতে পারেননি।

বিসিএসএর সাধারণ সম্পাদক আহমদুল হাসান জুয়েল এ ঘটনাকে তথ্য প্রযুক্তির জন্যে একটি বিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করে ভোরের কাগজকে বলেন, 'এটা আমাদের জন্যে বিশেষ ধরণের সতর্কবার্তা। কারণ আগামীতে আরো জটিল ভাইরাস আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রতিরক্ষামূলক ব্যাবস্থা নিলে এসব এড়ানো সম্ভব হবে। যেমন, সফটওয়্যার কপি করার ক্ষেত্রে সাবধানতা, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ফ্লপি বা সফটওয়্যারের কপি নিতে সতর্কতা অবলম্বন ইত্যাদি।

এদিকে বার্তা সংস্থা এপি জানায়, সিঙ্গাপুরেও দেড়শত কম্পিউটারে চেরনোবিল ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে।